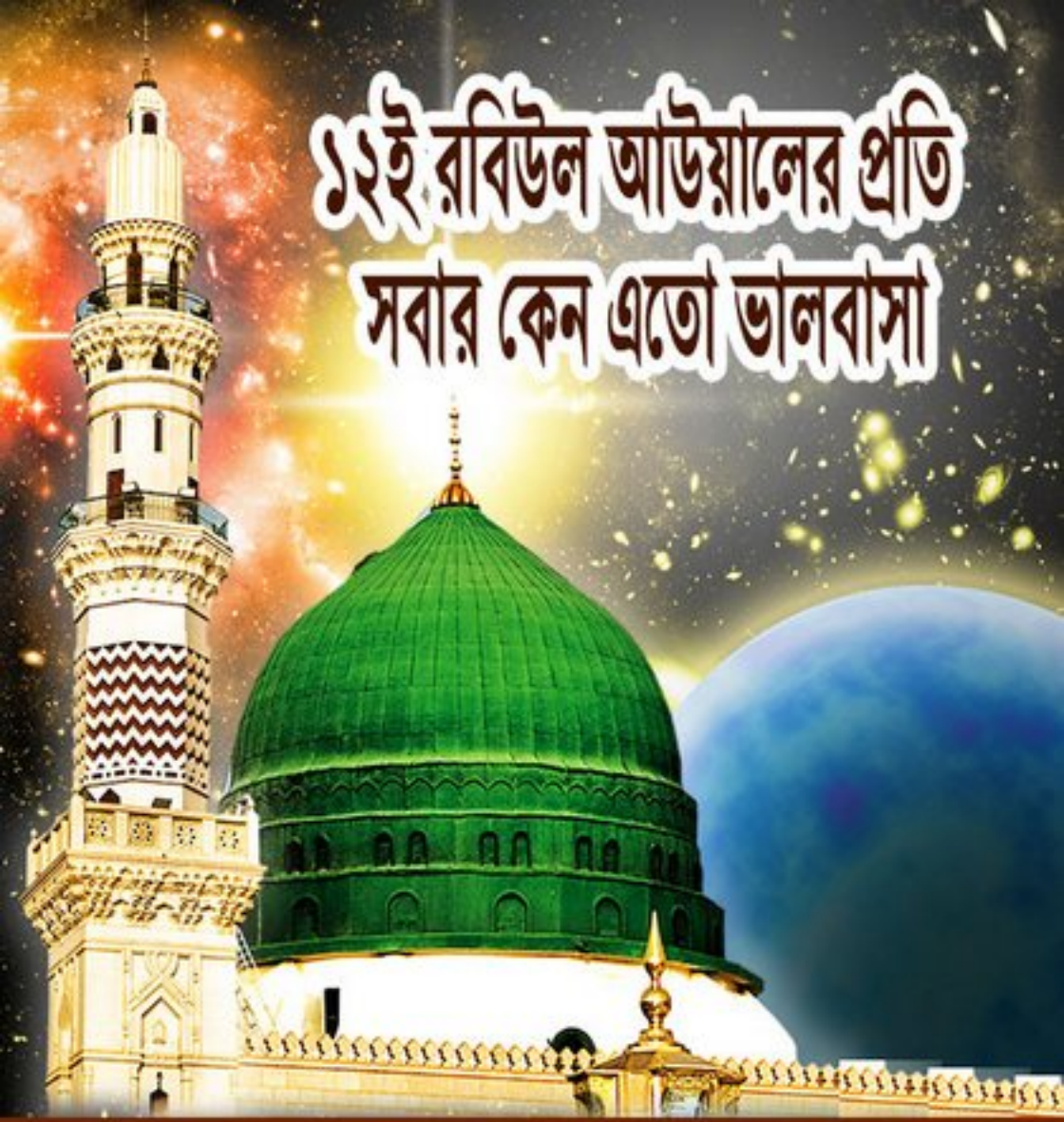

23 November 2017

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেন না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেন **আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ্ তায়ালার** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

তাজেদারে মদীনা মুনাওয়ারা, সরওয়ারে মক্কায়ে মুকাররমা, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **"যে আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ্ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন আর যে আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ্ তায়ালা তার প্রতি একশতটি রহমত অবতীর্ণ করেন এবং যে আমার উপর একশবার দরূদে পাক প্রেরণ করে, আল্লাহ্ তায়ালা তার উভয় চোখের মধ্যখানে লিখে দেন যে, এ বান্দা কপটতা ও দোযখের আগুন থেকে মুক্ত এবং কিয়ামতের দিন তাকে শহীদদের সাথে রাখবেন।"**

(মু'জামুল আওসাত, ৫/২৫২, হাদীস নং-২৭৩৫)

পড়ো সালাম করো ডুব কর মাহাব্বত মে, দরূদ পাক কি কসরত নবী কি আ'মদ হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪৬৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনে**র সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ تُوْبُوْا اِلَى الله!, اُذْكُرُوا الله!, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! বয়ান করার পূর্বে আশিকে মিলাদ, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদত্ত না'রা (শ্লোগান) হতে সম্ভব হলে মাদানী পতাকা উড়িয়ে খুবই জোশ ও উৎসাহে, ভালবাসা ও ভক্তি সহকারে **মারহাবা ইয়া মুস্তফা**র সাড়া জাগিয়ে তুলুন।

ছরকার কি আ'মদ...মারহাবা...সরদার কি আ'মদ...মারহাবা...আমেনা কি ফুল কি আ'মদ...মারহাবা...পেয়ারে কি আ'মদ...মারহাবা...আচ্ছে কি আ'মদ ...মারহাবা... সাচ্ছে কি আ'মদ...মারহাবা...সূহনে কি আ'মদ...মারহাবা...মুহনে কি আ'মদ...মারহাবা...মুখতার কি আ'মদ...মারহাবা!

www.dawateislami.net

মারহাবা ইয়া মুস্তফা...মারহাবা ইয়া মুস্তফা
মারহাবা ইয়া মুস্তফা...মারহাবা ইয়া মুস্তফা
صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নূরে মুস্তফা স্থানান্তরিত হওয়ার সময় খুশির উপলক্ষ্য

হযরত আল্লামা শুয়াইব হারিফিশ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: যখন নূরে মুহাম্মদী হযরত সায়্যিদাতুনা আমেনা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর মাঝে স্থানান্তরিত হলো, তখন অনেক নিদর্শন প্রকাশিত হতে লাগলো। সমস্ত সৃষ্টি একে অপরকে সুসংবাদ দিতে লাগলো, জমিন এবং আসমানে ঘোষণা করে দেয়া হয়েছে: **হে আরশ!** ভাবগাম্ভির্যের চাদর জড়িয়ে নাও। **হে কুরসী!** গর্বের বর্ম (পোশাক) পরিধান করে নাও। **হে সিদরাতুল মুনতাহা!** খুশিতে আন্দোলিত হয় উঠো। **হে ভক্তিযুক্ত ভয় এবং প্রভাব ও প্রতিপত্তির আলো!** তোমরা ভালভাবে আলোকিত হয়ে যাও। **হে জান্নাত!** ভালভাবে সজ্জিত হয়ে যাও। **হে প্রসাদের হুরেরা!** তোমরাও উপর থেকে দেখো। **হে রিদওয়ান (জান্নাতের দারোয়ান)!** জান্নাতের দরজা খুলে দাও এবং হুর ও গিলমানদের প্রসাধনী দ্বারা সজ্জিত করে কায়েনাতকে সুগন্ধীতে সুবাসিত করে দাও। **হে মালেক (জাহান্নামের রক্ষী)!** জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দাও। কেননা, আজকের রাত আমার কুদরতীর ভান্ডারে লুকায়িত নূর এবং গুপ্ত রহস্য আব্দুল্লাহ্ থেকে পৃথক হয়ে আমেনার দিকে স্থানান্তরিত হতে যাচ্ছে আর যে মুহূর্তে এই নূর স্থানান্তরিত হবে, তখন তাঁর জন্ম পরিপূর্ণ হয়ে যাবে এবং এই নূর লোকদের সামনে পরিপূর্ণ মানুষ রূপে প্রকাশিত হবে। (আর রওযুল ফায়িক, ২৪২ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

তেরে খূলক কো হক নে আযীম কাহা, তেরে খিলক কো হক নে জামিল কিয়া,
কোয়ি তুঝ চা হুয়া হে না হো'গা শাহা, তেরে খালিকে হুসন ও আদা কি কসম।

(হাদায়িকে বখশিশ, ৮০ পৃষ্ঠা)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: হে আমার দয়াময় আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! **আল্লাহ্ তায়ালা** আপনার চরিত্র মোবারককে আযীম (খুবই মহান) ঘোষণা করে দিয়েছেন এবং আপনার সৌভাগ্যময় জন্ম হাজারো সৌভাগ্য এবং বরকত নিয়ে এসেছে, এমন অনন্য ও সুন্দর কারো জন্ম হয়নি। আমার **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার মতো কেইবা হতে পারে? হ্যাঁ, হ্যাঁ! জমিন ও আসমান সৃষ্টিকারীর শপথ **"আপনার মতো কেউ নেই।"** (শরহে হাদায়িকে বখশিশ, ২২৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রত্যেক চতুষ্পদ প্রাণী কথা বলতে লাগলো!

নূরে মুহাম্মদী পহেলা রজবুল মুরাজ্জব বৃহস্পতিবার রাতে স্থানান্তরিত হয়েছিলো, আর হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ওয়াকিদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মতে তা জুমাদিউল আখিরের পনেরতম রাত ছিলো। এই রাতে প্রত্যেকটি ঘর ও বাড়িতে নূর প্রবেশ করেছিলো। হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا বলেন: এই রাতে কোরাইশের প্রতিটি চতুষ্পদ প্রাণী (স্পষ্ট ভাষায়) কথা বলতে গিয়ে বললো: **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন সম্মানিত মায়ের পবিত্র গর্ভে তাশরীফ নিয়ে এসে গেছেন, **কাবার প্রতিপালকের** শপথ! **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়ার জন্য নিরাপত্তা এবং দুনিয়াবাসীর জন্য বাতি স্বরূপ। (আর রওযুল ফায়িক, ২৪২ পৃষ্ঠা)

নিসার তেরী চেহেল পেহেল পর, হাজারো ঈদে রবিউল আউয়াল,
সিওয়ায়ে ইবলিস কে জাহাঁ মে, সবী তো খুশিয়াঁ মানা রাহে হে।
যামানা ভর মে ইয়ে কায়েদা হে, কেহ জিচ কা খানা উচি কা গানা,
তু নেয়মতেঁ জিন কি খা রাহে হে, উনহি কে হাম গীত গা রাহে হে।

(রিসালায়ে নাঈমিয়া, দিওয়ানে সালিক, ১৩ পৃষ্ঠা)

ছরকার কি আ'মদ... মারহাবা... সরদার কি আ'মদ... মারহাবা... সালার কি আ'মদ... মারহাবা... মুখতার কি আ'মদ... মারহাবা... গমখোয়ার কি আ'মদ... মারহাবা... তাজেদার কি আ'মদ... মারহাবা...শানদার কি আ'মদ...মারহাবা!

মারহাবা ইয়া মুস্তফা...মারহাবা ইয়া মুস্তফা
মারহাবা ইয়া মুস্তফা...মারহাবা ইয়া মুস্তফা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইসলামী মাস সমূহের মধ্যে **রবিউল আউয়াল** সেই মহান এবং বরকতময় মাস, যার গুরুত্ব সম্পর্কে মুসলমানের শিশু বৃদ্ধ সবাই জানে, **রবিউল আউয়াল শরীফ** আসতেই চারিদিকে মদীনার বসন্ত এসে যায় এবং পরিবেশ নূরানী হয়ে যায়, **প্রিয় আক্বা মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আশিকদের মাঝে খুশির ঢেউ খেলে যায়, বৃদ্ধ হোক কিংবা যুবক, প্রত্যেক প্রকৃত মুসলমান যেনো অন্তরের ভাষায় বলে উঠে:

নূর ওয়ালা আ'য়া হে নূর লে'কর আয়া হে, সারে আ'লম মে দেখো নূর কেয়সা ছায়া হে।
চার জানিব রৌশন হে সব সামাঁ হে নূর নূর, হক নে পয়দা আজ আপনে পেয়ারে কো ফরমায়া হে।

www.dawateislami.net

আও আও নূর কি খয়রাত লেনে কো চলেঁ, নূর ওয়ালা আমেনা বিবি কে ঘর মে আ'য়া হে।
জুঁ হি আ'মদ মাহে মীলাদে মোবারক কি হোয়ী, আহলে ঈমাঁ ঝুম উঠে শয়তাঁ কো গুচ্ছা আ'য়া হে।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪৬০-৪৬১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ অসংখ্য আশিকানে রাসূল জশ্নে **মীলাদে মুস্তফা**র খুশিতে মিলাদের মাসে বিশেষকরে প্রথম **১২** দিনে বিভিন্ন স্থানে ইজতিমায়ে যিকির ও নাত এবং মাদানী মুযাকারা ইজতিমার ব্যবস্থা করে থাকে, এতে অংশগ্রহণ করে, ঘরে, দোকানে, কারখানায়, গাড়িতে, বাজারে, গলিতে এবং মহল্লাকে মাদানী পতাকা এবং রং বেরঙের লাইট দিয়ে সাজিয়ে থাকে, দূলে দূলে, ঠোট চুমু দিয়ে, মাদানী পতাকা নিয়ে, **মারহাবা ইয়া মুস্তফা**র প্রতিধ্বনিতে **জুলুসে মিলাদের** সাড়া জাগিয়ে তুলে, **আল্লাহ্ তায়ালার প্রিয় রাসূল, রাসূলে মাকবুল, আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দরবারে দরূদ ও সালামের উপহার পেশ করে থাকে, রিসালা বন্টনের ব্যবস্থা করে এবং মন খুলে **লঙ্গরে মিলাদের** (মিলাদের তাবারুক) ব্যবস্থা করে থাকে। আসুন! **নূর ওয়ালা আক্বা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই নূরানী মাসের নূরানী দিনের রূহানী বরকত দ্বারা উপকারীতা অর্জনের নিয়্যতে আশিকে মাহে মিলাদ, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিতাব **"ফয়যানে সুন্নাত"** থেকে একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শ্রবণ করি:

জশ্নে বিলাদতের লাড্ডুতে বরকত

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: মুরাদাবাদে (ভারত) একজন আশিকে রাসূল প্রতি বৎসর **রবিউল আউয়াল শরীফে** ধূমধামের সহিত **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **জশ্নে বিলাদত** উদ্‌যাপন করতেন এবং বিশাল আকারে **মাহফিলে মিলাদের** আয়োজন করতেন। হুযুরে আ'লা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর খলীফা **'খাযায়িনুল ইরফান'** প্রণেতা, হযরত সদরুল আফাযিল, হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাতে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করতেন। একবার **মাহফিলে মীলাদে** স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি লোকের সমাগম হয়ে গেলো। মাহফিল শেষে নিয়মানুসারে এক পোয়া করে (প্রায় ২৫০ গ্রাম) লাড্ডু বন্টন করা শুরু হলো, কিন্তু

www.dawateislami.net

তা অর্ধেকের মতো কম পড়তে লাগলো। মাহফিল আয়োজক ভয় পেয়ে হযরত সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কারামত সম্পন্ন দরবারে এই ঘটনা আরয করলো, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের রুমাল বের করে দিলেন ও বললেন: লাড্ডুর পাত্রের উপর এটি বিছিয়ে দিন আর বিশেষভাবে জোর দিয়ে বললেন: তাবাররুক যেনো রুমালের নিচ থেকে বের করে করে বন্টন করা হয়, এবং পাত্র খুলে যেনো দেখা না হয়। সুতরাং প্রচুর লাড্ডু বন্টন করা হলো এবং প্রত্যেকেই লাড্ডু পেলো। শেষে যখন পাত্র খোলা হলো, তখন দেখা গেলো, রুমাল দিয়ে ঢেকে রাখার সময় পাত্রে যে পরিমাণ লাড্ডু ছিলো এখনও সে পরিমাণ বিদ্যমান রয়েছে।

(ফয়যানে সুন্নাত, ২৬৭ পৃষ্ঠা)

ঈদে মিলাদুন্নবী হে দিল বড়া মসরূর হে, হার তরফ হে শাদমানি রঙ্গ ও গম কা'ফুর হে।
জশ্নে মিলাদুন্নবী হে কিউঁ না ঝুমে আজ হাম, মুসকুরাতি হে বাহারেঁ সব ফযা পুর নূর হে।
আমেনা তুঝ কো মোবারক শাহ কা মিলাদ হো, তেরা আঙ্গন নূর, তেরা ঘর কা ঘর সব নূর হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪৮৩, ৪৮৪ পৃষ্ঠা)

ছরকার কি আ'মদ... মারহাবা... সরদার কি আ'মদ... মারহাবা... সালার কি আ'মদ... মারহাবা... মুখতার কি আ'মদ... মারহাবা... গমখোয়ার কি আ'মদ... মারহাবা... তাজেদার কি আ'মদ... মারহাবা...শানদার কি আ'মদ...মারহাবা!

মারহাবা ইয়া মুস্তফা...মারহাবা ইয়া মুস্তফা
মারহাবা ইয়া মুস্তফা...মারহাবা ইয়া মুস্তফা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে আমাদের কয়েকটি মাদানী ফুল অর্জিত হয়েছে, যেমন; ❀ খলিফায়ে আ'লা হযরত, সদরুল আফাযীল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ একজন কারামত সম্পন্ন বুযুর্গ ছিলেন, যার কারামতে মিলাদ **শরীফে**র লাড্ডুতে এমন বরকত হলো যে, সকল উপস্থিতিদের বন্টন করার পরও সেই লাড্ডুর পরিমাণ ততটুকুই ছিলো যে, যতটুকুতে তাঁর মহান রুমাল দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলো, ❀ **মাহফিলে মিলাদ** বা বুযুর্গানে দ্বীনদের ওরশ ইত্যাদিতে বিরিয়ানী বা কোরমা ইত্যাদি দ্বারা লঙ্গর করা আবশ্যক নয়, লাড্ডু, বালুশাই বা এরূপ যেকোন মিষ্টি জতীয় দ্রব্য ও হালকা পাতলা আইটেম লঙ্গন করাতেও মিলাদ **শরীফে**র বরকত নসীব হবে,

www.dawateislami.net

❀ **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **জশ্নে বিলাদতের খুশি উদ্‌যাপন** করা এবং তাবাররুকের ব্যবস্থা করা মন্দ বা নতুন বিষয় নয় বরং এটি তো সর্বদা মুসলমানদের পদ্ধতি ছিলো। যেমনটি

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী হযরত সায়্যিদুনা ইমাম কাস্তালানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদতের (জন্মের) মাসে মুসলমানরা সর্বদা মাহফিলের আয়োজন করতো, **খুশি উদ্‌যাপন** করার পাশাপাশি খাবার রান্না করতো, খাবারের দাওয়াত করতো, (**রবিউল আউয়ালের**) এই রাতে সকল প্রকারের দান সদকা করে করতো এবং খুশি প্রকাশ করে আসছে।

(মাওয়াহিবু লিদুনিয়া, আল ইহতিফাল বিল মওলিদ, ১/১৪৮)

কিউঁ বারভী পে হে সভী কো পেয়ার আ'গেয়া, আ'য়া ইচি দিন আহমদে মুখতার আ'গেয়া।
ঘর আমেনা কে সায়্যিদে আবরার আ'গেয়া, খুশিয়াঁ মানাও গমযাদা গমখোয়ার আ'গেয়া।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২০০ পৃষ্ঠা)

ছরকার কি আ'মদ... মারহাবা... সরদার কি আ'মদ... মারহাবা... সালার কি আ'মদ... মারহাবা... মুখতার কি আ'মদ... মারহাবা... গমখোয়ার কি আ'মদ... মারহাবা... তাজেদার কি আ'মদ... মারহাবা...শানদার কি আ'মদ...মারহাবা!

মারহাবা ইয়া মুস্তফা...মারহাবা ইয়া মুস্তফা
মারহাবা ইয়া মুস্তফা...মারহাবা ইয়া মুস্তফা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

"সীরাতে মুস্তফা" কিতাবের পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক জীবনি বিশেষকরে সৌভাগ্যময় জন্মের ঘটনাবলী শুনে ও পড়ে অন্তরে প্রশান্তি ও তৃপ্তি নসীব হয়, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** সারা দুনিয়ায় জশ্নে বিলাদতের সাড়া জাগাতে এবং **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জীবনি ও চরিত্রের বিভিন্ন আলোকিত দিক এবং শানদার বাণী দ্বারা উম্মতকে উপকৃত করতে সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে। সুতরাং এই উদ্দেশ্যেই **দা'ওয়াতে ইসলামীর** বিভাগ মাকতাবাতুল মদীনা একটি কিতাব **"সীরাতে মুস্তফা"** নামে প্রকাশ করেছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এই কিতাবে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আচার আচরণ, বাল্যকালের ঘটনাবলী, ইসলামের যুদ্ধ সম্পর্কে চিত্তাকর্ষক জ্ঞান এবং ঈমান আলোকিত ঘটনাবলী,

www.dawateislami.net

মক্কা মুকাররমা থেকে মদীনা মুনাওয়ারার দিকে হিজরত, মক্কী এবং মাদানী জীবনের মোবারত ঘটনাবলী এবং **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিভিন্ন মুজিযা বর্ণনা করা হয়েছে, সুতরাং আজই এই কিতাবটি মাকাতাবাতুল মদীনা থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করুন, নিজেও তা অধ্যয়ন করুন এবং অন্যকেও উৎসাহ দিন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকে এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) ও প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে **অশান্ত হৃদয়ে শান্তি, চিরস্থায়ী রহমতের আধার, হারামাঈনের তাজেদার, উভয় জগতের সরদার, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জগতে দয়া ও অনুগ্রহ হয়ে তাশরীফ নিয়ে এসেছেন এবং **আল্লাহ্ তায়ালা**র রহমত অবতীর্ণের দিন নিঃসন্দেহে খুশির দিন হয়ে থাকে, যেমনটি

১১তম পারার সূরা ইউনুসের ৫৮নং আয়াতে **আল্লাহ্ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَ بِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ؕ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿۵۸﴾

(পারা ১১, সূরা ইউনুস, আয়াত ৫৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপনি বলুন, **আল্লাহ্**রই অনুগ্রহ ও তারই দয়া, সেটারই উপর তাদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিত। তা তাদের সমস্ত ধন-দৌলত অপেক্ষা শ্রেয়।

"তাফসীরে সীরাতুল জীনান" এ বর্ণনাকৃত আয়াতে করীমার আলোকে লিখেন: কোন প্রিয় ও আকাঙ্ক্ষিত বস্তু পাওয়াতে অন্তরে যে স্বাদ অনুভূত হয়, তাকে "ফরীহুন" অর্থাৎ আনন্দ বলে এবং আয়াতের অর্থই হলো; ঈমানদারদেরও **আল্লাহ্ তায়ালা**র দয়া ও অনুগ্রহের প্রতি খুশি হওয়া উচিৎ। কেননা, **তিনিই তাঁকে** নসীহত, অন্তরের আরোগ্য এবং ঈমানের সহিত অন্তরের প্রশান্তি ও সান্তনা দান করেছেন।

আল্লাহ্ তায়ালার দয়া ও অনুগ্রহ দ্বারা কি উদ্দেশ্য?

আর এই আয়াতে **আল্লাহ্ তায়ালা**র অনুগ্রহ এবং **তাঁর** দয়া দ্বারা কি উদ্দেশ্য? এ সম্পর্কে মুফাসসীরিনদের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে, যেমনিভাবে হযরত (সায়্যিদুনা) আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا, হযরত (সায়্যিদুনা) হাসান এবং হযরত (সায়্যিদুনা) কাতাদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا বলেন: **আল্লাহ্ তায়ালা**র অনুগ্রহ দ্বারা ইসলাম এবং

www.dawateislami.net

তাঁর দয়া দ্বারা কোরআনই উদ্দেশ্য। একটি উক্তি এটাও যে, **আল্লাহ্ তায়ালা**র অনুগ্রহ দ্বারা কোরআন এবং দয়া দ্বারা হাদীস উদ্দেশ্য। আর কিছু ওলামা বলেন: **আল্লাহ্ তায়ালা**র অনুগ্রহ হচ্ছে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং **আল্লাহ্ তায়ালা**র দয়া হচ্ছে কোরআনে করীম। **রব (আল্লাহ্) তায়ালা** ইরশাদ করেন:

وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ﴿۱۱۳﴾

(পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ১১৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং আপনার উপর **আল্লাহ্**র মহা অনুগ্রহ রয়েছে।

অনেকে বলেন: **আল্লাহ্ তায়ালা**র অনুগ্রহ হচ্ছে কোরআন এবং দয়া হচ্ছে **হুযুরে আকদাস** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم । যেমনটি **আল্লাহ্ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۰۷﴾

(পারা ১৭, সূরা আম্বিয়া, আয়াত ১০৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং আমি আপনাকে সমগ্র জগতের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি।

আর যদি ধরে নেয়া যায়, এই আয়াতে বিশেষ করে অনুগ্রহ ও দয়া দ্বারা উদ্দেশ্য **হুযুরে আকদাস** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তা না-ও হয়, তবুও আলাদা ভাবে তো **আল্লাহ্ তায়ালার রাসূল, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তায়ালা**র মহানতম অনুগ্রহ ও দয়া। এজন্য **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক সত্তার ব্যাপারে **খুশি উদ্‌যাপন** করা যাবে, তা মিলাদ শরীফের মাধ্যমে হোক বা মেরাজ শরীফ উদ্‌যাপনের মাধ্যমে হোক, তবে হ্যাঁ! যদি কোন দূর্ভাগার জন্য এটি খুশিরই উপলক্ষ্য না হয়, তবে তার বিষয়টি ভিন্ন, তাকে নিজের ঈমান সম্পর্কে ভাবা উচিৎ। (সীরাতুল জিনান, ৪/৩৪০)

জব তলক ইয়ে চাঁদ তাঁরে ঝিলমিলাতে জায়েঙ্গে, তব তলক জশ্‌নে বিলাদত হাম মানাতে জায়েঙ্গে।
উন কে আশিক নূর কি শময়ে জালাতে জায়েঙ্গে, জবকে হাসেদ দিল জালাতে ছটফটাতে জায়েঙ্গে।
লাখ শয়তাঁ হাম কো রুখে ফযলে রব চে তা আবাদ, জশ্‌ন, আক্বা কি বিলাদত কা মানাতে জায়েঙ্গে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪১৬-৪১৭ পৃষ্ঠা)

আচ্ছে কি আ'মদ... মারহাবা... সাচ্ছে কি আ'মদ... মারহাবা... সূহনে কি আ'মদ... মারহাবা... মূহনে কি আ'মদ... মারহাবা... মুখতার কি আ'মদ... মারহাবা!

মারহাবা ইয়া মুস্তফা... মারহাবা ইয়া মুস্তফা...
মারহাবা ইয়া মুস্তফা... মারহাবা ইয়া মুস্তফা...

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

তিনি যখন ছিলেন না, তখন কিছুই ছিলো না!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে আমাদের যেসব নেয়ামতই নসীব হয়েছে, তা সবই **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তারই সদকায়, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হলেন জগতের প্রাণ বরং জগতের অস্তিত্বই হচ্ছে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদমের ধুলো, যদি **হুযুরে আকদাস** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ নিয়ে না আসতেন, তবে এই দুনিয়ায় না জ্বিন থাকতো, না মানুষ, না সূর্য হতো না চাঁদ, না জমিন হতো না আসমান, না জান্নাত হতো না জাহান্নাম, না হুর ও গিলমান হতো, না লৌহ ও কলম হতো, না হতো আরশ ও কুরসী। মোটকথা, **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তাই হলো, জগত সৃষ্টির উদ্দেশ্য। যেমনিভাবে-

আমার আক্বা, সায়্যিদী আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এদিকেই ইঙ্গিত করে তাঁর কালাম সমগ্র **"হাদায়িকে বখশিশ"** এ কিছুটা এভাবে বলেন:

যমিন ও যমাঁ তোমহারে লিয়ে, মকীন ও মকাঁ তোমহারে লিয়ে,
চুনিন ও চুনাঁ তোমহারে লিয়ে, বনী দু'জাহাঁ তোমহারে লিয়ে।
দাহান মে যবাঁ তোমহারে লিয়ে, বদন মে হে জান তোমহারে লিয়ে,
হাম আয়ে ইহাঁ তোমহারে লিয়ে, উঠে ভি ওহাঁ তোমহারে লিয়ে।

(হাদায়িকে বখশিশ, ৩৪৮ পৃষ্ঠা)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: আমার **আক্বা, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সমস্ত জগত এবং এর সকল বস্তুকে **আপনার** জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে, আমাদের ভাষা, আমাদের জীবন, আমাদের এই দুনিয়ায় আসা **আপনারই** দয়াময় সদকা আর কিয়ামতের দিনও (اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ) **আপনারই** একক মর্যাদা দেখার জন্যই উঠবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; **আল্লাহ্ তায়ালা** হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে ওহী প্রেরণ করেন: হে ঈসা! **মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রতি ঈমান আনয়ন করো! এবং তোমার উম্মতদের মধ্যে যারাই **তাঁকে** পাবে, তাদের আদেশ করো, যেনো **তাঁর** প্রতি ঈমান আনে। কেননা, যদি **মুহাম্মদে আরবী** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর পবিত্র সত্তা না হতো, তবে না আমি আদমকে সৃষ্টি করতাম, না জান্নাত ও দোযখ বানাতাম। যখন আমি

www.dawateislami.net

আরশকে পানির উপর বানালাম, তখন তা নড়াচড়া করছিলো। আমি তাতে "لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰه" লিখে দিলাম, তখন তা স্থির হয়ে গেলো।

(খাচায়িচুল কুবরা, বাবু খুচচিয়্যাতি বিকিতাবাতু..., ১/১৪)

ওয় জু না থে তু কুছ না থা, ওয় জু না হোঁ তু কুছ না হো,
জান হে ওহ জাহান কি, জান হে তো জাহান হে।

(হাদায়িকে বখশিশ, ১৭৮ পৃষ্ঠা)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: অর্থাৎ **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরে পাক সৃষ্টির পূর্বে **আল্লাহ্ তায়ালা** ছাড়া কিছুই ছিলো না, যদি **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তা না হতো তবে **আল্লাহ্ তায়ালা** ছাড়া কোন কিছুই হতো না। কেননা, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল জাহানের রূহ ও প্রাণ, যদি রূহ বের হয়ে যায়, তবে শরীর শেষ হয়ে যায়, তাই যতক্ষণ **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিদ্যমান অর্থাৎ জান থাকবে তবে জাহানও অবশিষ্ট থাকবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ সারা দুনিয়ায় **ঈদে মিলাদুন্নবী**তে মুসলমানদের মাঝে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা পাওয়া য়ায়, নিঃসন্দেহে তা ঈর্ষনীয় এবং প্রশংসার যোগ্য। কেননা, বিরুদ্ধবাদীদের ঘৃণ্য সড়যন্ত্রের পরও اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ প্রতি বছর জশ্নে বিলাদতের ধুমধাম ধারাবাহিকভাবে বেড়েই চলেছে। নিঃসন্দেহে এসব কিছু হক্কানী ওলামা এবং আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام রাত দিনের প্রচেষ্টার প্রতিফল। আজ মুসলমানের শুশু-বৃদ্ধ সবাই **তাজেদারে হারাম, নবীয়ে মুহতারাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান ও মহত্বের গীত গুনগুনাতে এবং **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসায় ডুবে **তাঁর জশ্নে বিলাদতের খুশি উদ্‌যাপন** করে থাকে। ভাবুন যে, যাঁদের শিক্ষার প্রতি আমল করার কারণে এই বরকত অর্জিত, স্বয়ং সেই ব্যক্তিত্বদের **ঈদে মিলাদুন্নবী**র সাড়া জাগানোর নিজস্ব পদ্ধতি কিরূপ অনন্য হবে। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে আশিকে মাহে মিলাদ, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ইশ্‌ক ও ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ জশ্নে বিলাদতে মুস্তফা উদ্‌যাপনের মনমুগ্ধকর পদ্ধতির কিছু ঝলক লক্ষ্য করি:

www.dawateislami.net

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বারভী উদ্‌যাপনের পদ্ধতি

আশিকে মাহে মিলাদ, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর অনেক বছরের অভ্যাস যে, তিনি খুবই আজিমুশ্শান পদ্ধতিতে শরীয়াতের অধীনে থেকে **জশ্নে বিলাদতের খুশি উদ্‌যাপন** করে থাকেন, যেমনটি মিলাদের মাসের মোবারক চাঁদ দৃষ্টি গোচর হতেই জশ্নে বিলাদতের খুশিতে নিজের ঘরকে মাদানী পতাকা, রঙ বেরঙের ঝাড় বাতি দ্বারা সাজিয়ে থাকেন (অর্থাৎ লাইটিং করেন), অধিকহারে দরূদ ও সালাম পাঠ করেন এবং আশিকানে রাসূলকেও **মাহবুবের বিলাদতের** সাড়া জাগানোর উৎসাহ প্রদান করেন, আর **রবিউল আউয়াল শরীফের** চাঁদরাত থেকেই ধারাবাহিক ভাবে ১২টি রাত মাদানী মুযাকারা করেন। তাঁর বরকতময় সহচর্যের উপকারীতা অর্জন করতে অসংখ্য ইসলামী ভাই আক্বীদা ও আমল, ফযীলত ও উৎকর্ষতা, শরীয়াত ও তরিকত, ইতিহাস ও জীবনি, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা, চারিত্রিক ও ইসলামী ব্যবস্থাপনা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক, সাংগঠনিক বিষয়াবলী এবং অন্যান্য আরো অনেক বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করে থাকে এবং শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তা প্রজ্ঞাপূর্ণ ও ইশ্‌কে রাসূলে ভরপুর উত্তর দ্বারা ধন্য করেন আর অভ্যাস বশতঃ কখনো কখনো "صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!" এর মনমুগ্ধকর আহ্বান করে উপস্থিতিদেরকে দরূদ শরীফ পাঠ করার সৌভাগ্যও প্রদান করেন। অতঃপর যখন বারভীর রাতের (অর্থাৎ ১২ **রবিউল আউয়াল**) আগমন হয়, তখন তাঁর খুশি আরো বৃদ্ধি পেয়ে যায়, তাই বারভীর রাতে (অর্থাৎ ১২ **রবিউল আউয়াল**) তিনি গুরুত্বের সহিত গোসল করেন, নিজের ব্যবহার্য প্রায় সব জিনিষ যেমন; মাদানী পোষাক, সবুজ পাগড়ী শরীফ, টুপি, চিরুনী, আতর, মিসওয়াক, কুফলে মদীনার প্যাড, কলম, চাদর, রুমাল, সারবন্দ, সেন্ডল ইত্যাদি সাধারণত নতুন কিনে নেন। বারভীর রাতে (অর্থাৎ ১২ **রবিউল আউয়াল**) মাদানী মুযাকারা করেন এবং ইজতিমায়ে যিকির ও নাতে অংশগ্রহণ করেন, অতঃপর ইজতিমার শেষে অসংখ্য আশিকানে রাসূলের সাথে একত্রে দরূদ ও সালাম পাঠ করেন আর ইশ্‌ক ও আনন্দে ডুবে, দূলে দূলে, উষ্ণ অর্ভ্যথনায় অশ্রুসজল নয়নে বসন্তের প্রভাতকে স্বাগত জানায়। তাঁর মনমুগ্ধকর পদ্ধতি দেখে অনেকের চোখ অশ্রুসজল হয়ে যায় এবং অন্তরে **প্রিয় নবীর ইশ্‌কের**

www.dawateislami.net

প্রদীপ আলোকিত হয়ে যায়। **মিলাদে মুস্তফা**র খুশিতে ইশ্‌ক ও ভালবাসায় ডুবন্ত তাঁর উদ্যমতার অনুমান তাঁরই রচিত প্রশংসামূলক কালাম সমগ্র **"ওয়াসায়িলে বখশিশ"** থেকে সহজেই পাওয়া যায়, যেমনটি তিনি এই প্রশংসামূলক কালাম সমগ্রে বিদ্যমান একটি কালামের শেষাংশে নিজের উদ্দীপনার প্রকাশ এভাবে করেন,

ফু'লে নেহী সামাতে হে আত্তার আজ তো, দুনিয়া মে আজ হামীয়ে আত্তার আ'গেয়ে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫১২ পৃষ্ঠা)

ছরকার কি আ'মদ... মারহাবা... সরদার কি আ'মদ... মারহাবা... আমেনা কে ফুল কি আ'মদ... মারহাবা... রাসূলে মকবুল কি আ'মদ... মারহাবা... পেয়ারে কি আ'মদ... মারহাবা!

মারহাবা ইয়া মুস্তফা... মারহাবা ইয়া মুস্তফা...
মারহাবা ইয়া মুস্তফা... মারহাবা ইয়া মুস্তফা...

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি হচ্ছে "মাদানী ইনআমাত"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ইশ্‌ক ও মুহাব্বতে ডুবে আপন **প্রিয় আক্বা ও মাওলা, হাবীবে কিবরিয়া** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমনের **খুশি উদ্‌যাপন** করা এই বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ যে, নিঃসন্দেহে তিনি একজন সত্যিকার আশিকে রাসূল। যদি আমরাও চাই যে, আমাদের মাঝেও **ইশ্‌কে রাসূলের** অমূল্য সম্পদ এবং **জশ্‌নে বিলাদত** উদ্‌যাপনের রীতি নীতি এসে যাক তবে এর উত্তম উপায় হচ্ছে; আমরা যেনো **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাই এবং আনন্দচিত্তে ১২টি মাদানী কাজে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করি। যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হচ্ছে **"মাদানী ইনআমাত"** অনুযায়ী প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে প্রতিমাসের প্রথম তারিখেই নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানো।

❁ اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ মাদানী ইনআমাত আমলে প্রেরণা বৃদ্ধি করে এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার একটি উত্তম উপায়, ❁ মাদানী ইনআমাতের উপর আমলকারীর প্রতি আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه খুবই খুশি হন এবং তাদের দোয়া দ্বারা ধন্য করেন, ❁ মাদানী ইনআমাতের উপর আমলের

www.dawateislami.net

বরকতে খোদাভীতি ও ইশ্‌কে মুস্তফার অশেষ দৌলত অর্জিত হয়, ❁ মাদানী ইনআমাতের এই মহান উপহার পূর্ববর্তী বুযুর্গদের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی স্মরণ করিয়ে দেয়, ❁ মাদানী ইনআমাত বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن পদাঙ্ক অনুসারে চলে ফিক্‌রে মদীনা অর্থাৎ নিজের আমলের পরিসংখ্যান করার উত্তম উপায়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদের নিজের আমলের পরিসংখ্যান করার পদ্ধতিও কিরূপ ছিলো। আসুন! এর একটি ঈমান তাজাকারী ঝলক লক্ষ্য করি।

সারা দিন ফিক্‌রে মদীনা

বর্ণিত আছে; হযরত সায়্যিদুনা আবু যর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ সারা দিন ঘরের এক কোণায় বসে (আখিরাত সম্পর্কে) চিন্তা ভাবনা করতে থাকতেন। (ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন, কিতাবুত তাফকির, ৫/১৬২) আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে ফিক্‌রে মদীনা করার একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি এবং আন্দোলিত হই:

প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করার পুরস্কার

এক ইসলামী ভাইয়ের লিখিত বর্ণনার সারাংশ হচ্ছে; তিনি মাদানী ইনআমাতকে ভালবাসেন এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করতে অভ্যস্তও। একবার তিনি মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে বেলুচিস্তানে সফরে গেলেন। রাতে যখন তিনি ঘুমালেন তখন দেখলেন যে, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বপ্নে তাশরীফ নিয়ে এলেন। ঠোঁট মোবারক নড়ে উঠলো, রহমতের ফূল ঝড়তে লাগলো এবং শব্দগুচ্ছ কিছুটা এরূপ সাজানো ছিলো: **"যে মাদানী কাফেলায় প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করবে, আমি তাকে আমার সাথে জান্নাতে নিয়ে যাবো।"**

মেরে তুম খোয়াব মে আ'ও, মেরে ঘর রৌশনী হোগী,
মেরে কিসমত জাগা যাও, এনায়াত ইয়ে বড়ী হোগী।
মুঝে গর দীদ হো জায়ে, তু মেরী ঈদ হো জায়ে,
তেরা দীদার জব হোগা, মুঝে হাসিল খুশি হোগী।
মে বন জাওঁ সারাপা "মাদানী ইনআমাত" কি তাসবীর,
বনুঁঙ্গা নেক ইয়া আল্লাহ্ আগর রহমত তেরী হোগী।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩৯১-৩৯৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সকল ঈদের সেরা ঈদ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সৌভাগ্য মন্ডিত শুভাগমনের দিনে আশিকানে মুস্তফার জন্য ঈদের চেয়ে কম নয় বরং এটি তো সকল ঈদের সেরা ঈদ। কেননা, এই দিনেই **নবীয়ে রহমত, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই দুনিয়ায় রহমত হয়ে তাশরীফ এনেছেন। বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী হযরত সায়্যিদুনা ইমাম কাস্তালানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ্ তায়ালা** ঐ ব্যক্তির প্রতি রহমত অবতীর্ণ করুক, যে প্রিয় নবীর শুভাগমনের মাসের রাতগুলোকে ঈদ বানিয়ে নিয়েছে। (মাওয়াহিবু লিদুনিয়া, আল ইহতিফাল বিল মাওলিদ, ১/১৪৮)

ঈদে মিলাদুন্নবী তো ঈদ কি ভী ঈদ হে, বিল ইয়াকিঁ হে ঈদে ঈদাঁ ঈদে মিলাদুন্নবী।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩৮০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

যদি **তাজেদারে আম্বিয়া, মাহবুবে কিবরিয়া, প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় আগমন না হতো, তবে নিঃসন্দেহে কোন ঈদ, ঈদ হতো না এবং কোন রাত, শবে কদর বা শবে বরাত হতো না। এই ঈদ এবং মোবারক রাত সমূহ আমাদের **প্রিয় নবী, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই সদকায় অর্জিত হয়েছে। সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, আমরা আশিকানে রাসূলের এই ঈদে একটি আজিমুশ্শান নেয়ামত অর্জিত হওয়ার খুশিতে **জশ্নে বিলাদতে**র এমন সাড়া জাগানো, যেনো অভিশপ্ত শয়তান লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যায়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ নেয়ামত অর্জনে খুশি প্রকাশ করা এবং এই দিনে **ঈদ উদ্‌যাপন** করা তো এমন বরকতময় আমল যে, যার প্রমাণ আমরা কোরআনে করীমেও পাই, যেমনিভাবে-

৭ম পারার সূরা মায়েদার ১১৪ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ ۚ

(পারা ৭, সূরা মায়েদা, আয়াত ১১৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: মরিয়ম তনয় ঈসা আরয করলেন: 'হে **আল্লাহ্**, হে আমাদের রব! আমাদের উপর আকাশ থেকে একটা 'খাদ্য-ভর্তি খাঞ্চা' অবতারণ করো, যা আমাদের জন্য ঈদ হবে- আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের জন্য এবং তোমার পক্ষ থেকে নিদর্শন।

www.dawateislami.net

বর্ণনাকৃত পবিত্র আয়াতের আলোকে **তাফসীরে সীরাতুল জীনানে** বর্ণিত রয়েছে: এই আয়াত দ্বারা জানা গেলো, যেদিন **আল্লাহ্ তায়ালার** বিশেষ রহমত অবতীর্ণ হয়, সেদিনে **ঈদ উদ্‌যাপন** করা, আনন্দ করা, ইবাদত করা এবং **আল্লাহ্ তায়ালার** কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হৈশ্‌কারদের পদ্ধতি এবং নিশ্চয় **তাজেদারে রিসালত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমন নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তায়ালার** মহান নেয়ামত এবং মহত্বপূর্ণ দয়া। এই জন্যই **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় শুভাগনের দিন **ঈদ উদ্‌যাপন** করা এবং মিলাদ শরীফ পড়ে **আল্লাহ্ তায়ালার** কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা আর আনন্দ ও **খুশি প্রকাশ** করা প্রশংসনীয় কাজ আর **আল্লাহ্ তায়ালার** মনোনীত বান্দাদের পদ্ধতি। যেমনিভাবে-

হযরত (সায়্যিদুনা) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا বলেন: যখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মদীনায়ে মুনাওয়ারায় তাশরীফ নিয়ে আসেন, তখন দেখলেন যে, অমুসলিমরা আশুরার দিন রোযা রাখছে। ইরশাদ করলেন: এটা কি? তারা আরয করলো: এটি হচ্ছে উত্তম দিন। ঐ দিন **আল্লাহ্ তায়ালা** বনী ইসরাঈলদের তাদের শত্রু থেকে মুক্তি দিয়েছিলো, তাই হযরত (সায়্যিদুনা) মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام ঐ দিন রোযা রাখেন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তোমাদের চেয়ে আমার সাথে হযরত মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর সম্পর্ক বেশী, সুতরাং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আশুরার রোযা রাখলেন এবং সেই দিন রোযা রাখার আদেশ দিলেন। (বুখারী, কিতাবুস সাওম, বাবু সিয়ামে ইয়াওমু আশুরা, ১/৬৫৬, হাদীস নং-২০০৪)(সীরাতুল জীনান, ৩/৫৪) অনুরূপভাবে বিভিন্ন বর্ণনায় জুমা মোবারক এবং আরাফাতের দিনকেও ঈদ বলা হয়েছে, যেমনটি

দু'টি ঈদ

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত রয়েছে; হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا এই আয়াতে মোবারাকা তিলাওয়াত করেন:

اَلْیَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِیْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِیْ وَ رَضِیْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا ؕ

(পারা ৬, সূরা মায়েদা, আয়াত ৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন মনোনীত করলাম।

www.dawateislami.net

এই আয়াতে করীমা শুনে তাঁর পাশে উপস্থিত একজন অমুসলিম বলতে লাগলো: যদি এই আয়াত আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হতো, তবে আমরা তা অবতীর্ণ হওয়ার দিনে **ঈদ উদ্‌যাপন** করতাম। হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا বললেন: যেদিন এই আয়াতে মোবারাকা অবতীর্ণ হয়েছে, সেদিন দু'টি ঈদ ছিলো: (১) জুমা এবং (২) আরাফা। (তিরমিযী, কিতাবুত তাফসীর, বাবু ওয়ামিন সূরাত (মায়েদা), ৫/৩৩, হাদীস নং-৩০৫৫) এ থেকে জানা গেলো, কোন দ্বীনি সফলতার দিনে খুশির দিন হিসেবে উদ্‌যাপন করা জায়িয এবং সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان থেকে প্রমাণিত, অন্যথায় (হযরত সায়্যিদুনা) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا স্পষ্টভাবে বলে দিতেন যে, যেদিন কোন খুশির ঘটনা (Event) হয়, সেদিন স্মরনীয় করে রাখা এবং সেদিনকে ঈদ হিসেবে উদ্‌যাপন করাকে আমরা বিদআত মনে করি। এ থেকে প্রমাণ হলো যে, **ঈদে মিলাদুন্নবী** উদ্‌যাপন করা জায়িয। কেননা, তা **আল্লাহ্ তায়ালার** সবচেয়ে মহান নেয়ামতের স্মরণ এবং কৃতজ্ঞতা স্বরূপ। (সীরাতুল জীনান, ২/৩৮২)

মানানা জশ্নে মিলাদুন্নবী হারগীয না ছোড়েঙ্গে, জুলুসে পাক মে জানা কভী হারগীয না ছোড়েঙ্গে।
খোদা কে দোস্তোঁ চে দোস্তি হারগীয না ছোড়েঙ্গে, নবী কে দুশমনোঁ কি দুশমনি হারগীয না ছোড়েঙ্গে।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪১৪)

রেহনুমা কি আ'মদ... মারহাবা... রেহবর কি আ'মদ... মারহাবা... আফসার কি আ'মদ... মারহাবা... সরওয়ার কি আ'মদ... মারহাবা... মাহ্‌বুবে রব কি আ'মদ... মারহাবা... সুলতানে আরব কি আ'মদ... মারহাবা... রাসূলে আকরাম কি আ'মদ... মারহাবা!

মারহাবা ইয়া মুস্তফা... মারহাবা ইয়া মুস্তফা...
মারহাবা ইয়া মুস্তফা... মারহাবা ইয়া মুস্তফা...

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

মাদ্‌রাসাতুল মদীনা অনলাইন মজলিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী বিলাদতে মুস্তফার** সাড়া জাগানো এবং মুসলমানদের ইশ্‌কে রাসূলের সূধা পান করানোর পাশাপাশি প্রায় ১০৪টি বিভিগের মাধ্যমে নেকীর দাওয়াত প্রসার করতে সদা সচেষ্ট রয়েছে, যার মধ্যে একটি বিভাগ হলো **মাদরাসাতুল মদীনা অনলাইন**। এই বিভাগের অধীনে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন

www.dawateislami.net

দেশের মুসলমানদেরকে শুধু বিশুদ্ধ উচ্চারণ সহকারে কোরআনে করীমের ফ্রি শিক্ষা দেয়া হয় না বরং ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলী যেমন; ওযু, গোসল, তায়াম্মুম, আযান, নামায, যাকাত, রোযা এবং হজ্ব ইত্যাদির মাসআলাও শিখানো হয়। এই বিভাগের বিস্তারত বিবরণ এবং ভর্তি ফরম (Admission Form) এর জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট (www.dawateislami.net) এর ভিজিট করুন।

আল্লাহ্‌র দয়া হয় যেনো তোমার এই ধরাতে,
হে দা'ওয়াতে ইসলামী তোমার সাড়া পড়ে যাক। (ওয়াসায়িলে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মহিলাদের মিলাদের জুলুসে আসা কেমন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ঈদে মিলাদুন্নবীর **খুশি উদ্‌যাপন** করা নিঃসন্দেহে অনেক বড় সাওয়াবের কাজ এবং **আল্লাহ্ তায়ালা**র সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ লাখো লাখ আশিকানে রাসূল **১২ই রবিউল আউয়ালে**র দিন **জুলুসে মীলাদে** অংশগ্রহণ করে থাকে। কিন্তু মনে রাখবেন! মহিলাদের এরূপ জুলুসে যাওয়া একেবারেই অনুমতি নেই। আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه অনেক মাদানী মুযাকারায় তা নিষেধ করেছেন। কিন্তু আফসোস! এরপরও অনেক দূর্ভাগা নিজের সাথে ঘরের মহিলাদেরও **জুলুসে মীলাদে** নিয়ে আসে, যা নিঃসন্দেহে একটি খুবই মন্দ ও দুঃখজনক কাজ। মনে রাখবেন! মহিলাদের **জুলুসে মীলাদে** অংশগ্রহণ করাতে, সর্বদা বিপদের ঘন্টা বাজতে থাকে, পুরুষ ও মহিলাদের খুবই মেলামেশা হয়ে যায়, কুদৃষ্টির দরজা খুলে যায়, আশিকানে রাসূল পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে যায়, মুসলমানের দূর্নামের কারণ হয়, শয়তান এবং চক্রান্তকারীদের চক্রান্ত করার সুযোগ করে দেয়া, মোটকথা মহিলাদের **জুলুসে মীলাদে** আসা অনেক ফিৎনাকে জাগিয়ে দেয়ার নামান্তর। হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: ফিৎনা ঘুমন্ত থাকে, তার প্রতি **আল্লাহ্ তায়ালা**র অভিশাপ, যে তা জাগিয়ে দেয়। (জা'মে সগীর, ৩৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫৯৭৯) কোন দ্বীনি উপকারীতা ছাড়াই মানুষকে অস্থির, মতানৈক্য, বিপদ এবং পরীক্ষায় লিপ্ত করে জীবনোপায়কে বিগড়ে দেয়াকে **"ফিৎনা"** বলা হয়। (হাদিকাতুন নদীয়া, আল খলকুস সামিন ওয়াল আরবাইন, ২/১৪৬)

www.dawateislami.net

শরীয়াতের মূলনীতির অনুসরন করা, চাদর এবং চার দেয়ালের পবিত্রতাকে বিদ্যমান রাখা, **আল্লাহ্ তায়ালার** আদেশের বিপরীত করা এবং শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া ঘরে থাকাকেই প্রাধান্য দেয়ার ব্যাপারে উম্মাহাতুল মুমিনিন, সাহাবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُنَّ এবং ওলীয়াগণের رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْن আচার আচরণ আমাদের ইসলামী বোনদের জন্য নিঃসন্দেহে একটি উত্তম আমলী নমুনা (Practical Paradigm)। সুতরাং ইসলামী বোনদের উচিৎ, তারা ঐ সকল **আল্লাহ্** ওয়ালিয়াদের আচরণকে নিজের চলার পথ বানিয়ে নিজের জন্য জান্নাতের রাস্তাকে সুগম করার উপলক্ষ্য করা। আসুন! এপ্রসঙ্গে একটি শিক্ষণীয় ঘটনা শ্রবণ করি:

আমি ফরয হজ্ব করে নিয়েছি!

উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা সাওদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا কে নফল হজ্ব ও ওমরা করার জন্য আরয করা হলে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا বললেন: আমি ফরয হজ্ব করে নিয়েছি। আমার **প্রতিপালক আল্লাহ্ তায়ালা** আমাকে ঘরে অবস্থান করার আদেশ দিয়েছেন। **আল্লাহ্**র শপথ! এখন আমি নয় আমার লাশই ঘর থেকে বের হবে। বর্ণনাকারী বলেন: **আল্লাহ্**র শপথ! এরপর জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا ঘর থেকে বাইরে বের হননি। **(তাফসীরে দুররে মনসুর, ৬/৫৯৯)**

দেয় দেয় পরদা বউ বেটিওঁ কো মাওঁ বেহনোঁ সবী আওরাতোঁ কো
হাম সভী কো হাকীকি হায়া কি মেরে মাওলা তু খয়রাত দেয় দেয়

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১২৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের বয়ানে আমরা শুনলাম:-

❁ **বিলাদতে মুস্তফার (প্রিয় নবীর আগমনের)** খুশি সমস্ত সৃষ্টিই উদ্‌যাপন করেছে। ❁ **বিলাদতে মুস্তফার (প্রিয় নবীর আগমনের) খুশি উদ্‌যাপন** করা, সর্বদা মুসলমানদের মাঝে প্রচলিত ছিলো। ❁ **প্রিয় নবীর শুভাগমনের** কারণে জগতের সকল কিছু নূরানী হয়ে গেলো। ❁ **প্রিয় নবীর শুভাগমনের** খুশি, اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ আজও পুরো দুনিয়ায় জাঁকজমকপূর্ণভাবে উদ্‌যাপন করা হয়। ❁ **প্রিয় নবীর শুভাগমনের** দিন মুসলমানদের জন্য ঈদের দিন। ❁ **প্রিয় নবীর শুভাগমনের খুশি উদ্‌যাপন** করা **আল্লাহ্ তায়ালার** মকবুল বান্দাদের পদ্ধতি। ❁ **প্রিয় নবীর শুভাগমনের খুশি উদ্‌যাপন** করা **আল্লাহ্ তায়ালার** মহান নেয়ামত প্রাপ্তির কৃতজ্ঞতা স্বরূপ।

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তায়ালা বিলাদতে মুস্তফার (প্রিয় নবীর শুভাগমনের) সদকায় আমাদের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত শরীয়াতের অধীনে জাঁকজমক ভাবে **জশ্নে বিলাদতের** সাড়া জাগানোর তৌফিক নসীব করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো, সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো। আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" **(মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)**

সুন্নাতে আ'ম করোঁ দ্বীন কা হাম কাম করোঁ,
নেক হো জায়ে মুসলমান মদীনে ওয়ালে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মিসওয়াকের সুন্নাত ও আদব

আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"১৬৩ মাদানী ফুল"** থেকে মিসওয়াকের মাদানী ফুল শ্রবণ করি: প্রথমে দু'টি হাদীস শরীফ লক্ষ্য করুন: ❀ মিসওয়াক সহকারে দুই রাকাত নামায আদায় করা মিসওয়াক ছাড়া ৭০ রাকাতের চেয়ে উত্তম। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ১ম খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৮)** ❀ মিসওয়াকের ব্যবহার নিজের জন্য আবশ্যক করে নাও। কেননা, তা মুখের পরিচ্ছন্নতা এবং **আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তুষ্টির মাধ্যম। **(মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খন্ড, ৪৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫৮৬৯)** ❀ **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** প্রথম খন্ডের ২৮৮ পৃষ্ঠায় সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه লিখেন: মাশায়েখে কিরামরা رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: যে ব্যক্তি মিসওয়াকে অভ্যস্ত হয়, মৃত্যুর সময় তার কালেমা নসীব হবে এবং যে আফিম (এক প্রকার নেশার বস্তু) খায়, মৃত্যুর সময় তার কালেমা নসীব হবেনা। ❀ হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; মিসওয়াকে দশটি গুণাগুণ রয়েছে:

www.dawateislami.net

(কয়েকটি হলো) মুখ পরিষ্কার করে, মাড়ি মজবুত করে, দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়, কফ দূর করে, মুখের দূর্গন্ধ দূর করে, সুন্নাতের অনুসরন হয়, ফিরিশতারা খুশি হয়, **আল্লাহ্ তায়ালা** সন্তুষ্ট হন। ❀ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: চারটি জিনিস জ্ঞান বৃদ্ধি করে: অনর্থক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা, মিসওয়াকের অভ্যাস, হৈশ্কার লোকদের সহচর্য এবং নিজের জ্ঞানের উপর আমল করা। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা) ❀ মিসওয়াক পিলু বা যয়তুন অথবা নিম ইত্যাদি তিক্ত গাছের হওয়া চাই, মিসওয়াক যেনো কনিষ্ঠা আঙ্গুলের সমান মোটা হয়। ❀ মিসওয়াক যখন ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে যায়, তখন সেটাকে ফেলে দিবেন না; কেননা এটা সুন্নাত পালণের উপকরণ। সেটাকে কোন জায়গায় সতর্কভাবে রেখে দিন কিংবা দাফন করে দিন, অথবা পাথর বা ভারী কিছু বেধেঁ সমুদ্রে ডুবিয়ে দিন।

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

মুঝ কো জযবা দেয় সফর করতা রাহোঁ পরওয়ারদিগার
সুন্নাতোঁ কি তরবিয়্যত কে কাফেলে মে বারবার
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৩৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ

الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ

صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।"

(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস: ৩০)

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net